নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভা (এফজিডি) -এর প্রতিবেদন

১৯ মার্চ ২০১৩, রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভাকক্ষ, বিপিজিএমইএ শাখা অফিস, হায়দার বক্স লেন (২য় তলা), লালবাগ, ঢাকা

আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ প্লাষ্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)

সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	.....	৩
খ. লক্ষ্য	.....	৩
গ. কর্ম পদ্ধতি	.....	৪
ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	.....	৪
ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি	.....	৪
চ. ব্যবহৃত নথিপত্র	.....	৪
২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	.....	৫
খ. পণ্যের মাণ	.....	৫
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	.....	৫
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	.....	৫
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	.....	৫
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	.....	৫
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
গ. কাচাঁমাল সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
ঘ. প্লাষ্টিক শিল্পের যন্ত্রপাতি স্থানীয় পর্যায়ে তৈরী হয় না কেন?	.....	৭
ঙ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	.....	৭
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	**৮**
৫. সুপারিশমালা	ঃ	**৯**
৬. উপসংহার	ঃ	**১০**

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি এসএমই ক্লাষ্টারগুলো চিহ্নিতকরণ কর্মসূচীর আওতায় "এসএমই ক্লাষ্টার ম্যাপিং" করেছে। চলতি অর্থবছরে ফাউন্ডেশন চিহ্নিত এসএমই ক্লাষ্টার সমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ঐসকল ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন (নিড্স এসেসমেন্ট) করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

এলক্ষ্যে প্রণীত প্রশ্নমালার যথাযথতা নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের মধ্যে একটি ও ঢাকা শহরের বাহিরে একটি মোট দুটি ক্লাষ্টারে পরীক্ষামূলক মত বিনিময় সভা (এফ.জি.ডি) আয়োজন করা হবে। উক্ত দুটি পরীক্ষামূলক এফ.জি.ডি-র ২য় টি গত ১৯ মার্চ ২০১৩ রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা, বিপিজিএমইএ শাখা অফিস হায়দার বক্স লেন (২য় তলা), লালবাগ, ঢাকা-এর সভাকক্ষে আয়োজন করা হয়। চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টারের প্রায় ৫০ জন উদ্যোক্তা এই চাহিদা নিরুপন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত চাহিদা নিরুপন সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপিজিএমইএ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব কে.এম ইকবাল হোসেন। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক জনাব আব্দুস সালাম সরদার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব আবু মঞ্জুর সাঈফ, প্রোগাম ম্যানেজার জনাব অখিল রঞ্জন তরফদার এবং প্রোগাম অফিসার জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন। সভায় বিপিজিএমইএ এর সাবেক সভাপতি জনাব এ.এস.এম কামাল উদ্দিন এবং সাবেক সভাপতি জনাব মোঃ ইউসুফ আশ্রাফ সহ অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে একটি খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রশ্নমালার যথাযথতা যাচাই করার জন্য দুটি পরীক্ষামূলক মত বিনিময় সভার একটি গত ১৯ মার্চ ২০১৩ রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা, বিপিজিএমইএ শাখা অফিস হায়দার বক্স লেন (২য় তলা), লালবাগ, ঢাকা-এর সভাকক্ষে আয়োজন করা হয়। । এই সভার প্রধান

লক্ষ্য হচ্ছে প্রশ্নমালাটি যাচাই করে দেখা এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করে সুপারিশমালা পেশ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

একটি উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন ঃ

আনুমানিক ১৯৬৫ সালে শুরু হয়ে এখন এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টার। বিপুল সংখ্যাক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এই ক্লাষ্টার দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এখানে আনুমানিক ৩০০০-৩৫০০ কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) লোকবল কাজ করছে। যাদের মধ্যে শতকরা ১০ জন নারী শ্রমিক। দেশের চাহিদা পূরণের পাশা পাশি উক্ত ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তাণী হচ্ছে।

যোগাযোগ তথ্যাদিঃ

ঐতিহ্যবাহী পুরানো ঢাকার চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ সহ আশপাশের ৫-৬ কিলোমিটার এলাকা ব্যাপি অবস্থিত। রাজধানী ঢাকার মধ্যে হলেও এই ক্লাষ্টারের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো সেকেলে। কারণ এখানকার রাস্তাগুলো এখনো বেশ সরু।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১) ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এত্দ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে প্রায় ১৫০ ধরণের প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। প্লাষ্টিকের গৃহস্থালী সামগ্রী, খেলনা, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল, বিভিন্ন প্রকারের বোতল ও প্যাকেট, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি এই ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান পণ্য।

পণ্যের মাণঃ

এখানকার উৎপাদিত পণ্যের মাণ ভাল তবে, পণ্যের মাণ আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে পলি প্রোপ্রাইলিন, থার্মো প্লাষ্টিক, এসএলপি, পিপিসি, ডিপিপিএস, এইচআইপিএস, এলএলডিপিই, পেট, এলডিপিই এবং পিভিসি ইত্যাদি প্রধান কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন, ব্লো মোল্ডিং মেশিন, পেট ব্লোইং, ক্রাশার, এক্সট্রোশন, মোল্ড, রি-সাইক্লিং মেশিন, কালার মিক্সার ও জোকার মেশিন ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে এই ক্লাষ্টারে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পাশাপশি কিছু হ্যান্ড ব্লোইং মেশিনও ব্যবহৃত হচ্ছে। কারিগর ও টেকনিশিয়ানের অভাবে এখানকার সাধারণ উদ্যোক্তাগণ অত্যাধুনিক অটো মেশিনারী আমদানী করতে ভয় পায় বলে জানা যায়।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টারের অধিকাংশ কারখানা মালিকের নিজস্ব শো-রুম বা বিক্রয়কেন্দ্র নেই। তারা সাধারণত বাজারের পাইকার / আড়তদারগণের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে থাকে। তবে কিছু কিছু কারখানা মালিক সরাসরি বড় ব্রান্ড কোম্পানী হিসেবে আত্নপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। উদ্যোক্তাগণের দাবী সরকারী উদ্যোগে প্লাষ্টিক পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হলে সাধারণ কারখানা মালিকগণ উপকৃত হবে।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত উদ্যোক্তাগণ অবহিত করেন যে, আজ পর্যন্ত অত্র ক্লাষ্টারের শ্রমিক, কারিগর অথবা উদ্যোক্তাগণকে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বা পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য কোন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

সভায় প্রায় প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তৃতায় উন্নত প্রশিক্ষণের চাহিদাটি জোর দাবী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তারা বাজারজাতকরন, পণ্যের মাণ নিয়ন্ত্রণ, মেশিন রিপেয়ারিং, হিসাব রক্ষন, মেশিন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার জন্য আবেদন করেন।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণ বিশেষকরে সিসি লোন নির্ভর। তারা মনে করেন দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ ঋণ পেলে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটবে। কারখানা মালিকগণকে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করার জন্য তারা সরকারের / এসএমই ফাউন্ডেশনের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

কাচাঁমাল সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উদ্যোক্তাগণ সভাকে অবহিত করেন যে, প্লাষ্টিক একটি শতভাগ আমদানী নির্ভর শিল্প কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে হাতেগুনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্লাষ্টিক কাচাঁমাল আমদানী করে থাকে। তাই তারা ইচ্ছেমত যুগসাযোস করে কাচাঁমালের দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই আর্ন্তজাতিক বাজারের সাথে স্থানীয় বাজারের কাচাঁমালের দামের পার্থক্য থাকে অযৌক্তিক পর্যায়ে। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট এই সংকট নিরশনে উদ্যোক্তাগণ সরকারের সহায়তা কামনা করেন। তারা বলেন চীন ও অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ সরকার ও যদি একটি কেন্দ্রীয় সসরবরাহ কেন্দ্র (সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউস) স্থাপন করে তার মাধ্যমে প্লাষ্টিক শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে যৌক্তিক দামে কাচাঁমাল সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে সহজেই এই শিল্পকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এতেকরে দেশে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

প্লাষ্টিক শিল্পের যন্ত্রপাতি স্থানীয় পর্যায়ে তৈরী হয় না কেন?

প্লাষ্টিক শিল্পের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি এখনো আমদানী নির্ভর। স্থানীয় বাজারে এই সকল যন্ত্রপাতি উৎপাদন হয়না। কারন উৎপাদিত ফিনিশ্ড যন্ত্র আমদানী করার চেয়ে যন্ত্রাংশ আমদানী করতে বেশী আমদানী শুল্ক প্রদান করতে হয়। একই সাথে স্থানীয় উৎপাদিত যন্ত্রপাতির উপর অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট আরোপিত আছে। যা আমদানী করা যন্ত্রপাতির উপর নেই। তাই স্থানীয় পর্যায়ে যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হচ্ছে না। কিন্তু স্থানীয় বাজারে প্লাষ্টিক শিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হলে একদিকে যেমন বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হতো অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় পর্যায়ে এই সকল যন্ত্রপাতির টেকনিশিয়ান পাওয়া যেত।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

দেশে প্লাষ্টিক পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে যেমন শুধুমাত্র দেশীয় সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে হলে দেশে আরো প্লাষ্টক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অপরদিকে প্লাষ্টিক পণ্যের রপ্তানী সম্ভাবনাও সমূহ। শুধু সরাসরি রপ্তানী ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানী পণ্যের মোরক, বোতল বা প্যাকেট হিসেবেও প্লাষ্টিক পণ্যের রপ্তানীর বাজার ব্যাপক। তাই উদ্যোক্তাগণ এই শিল্পের প্রতি সরকারের সদয় সৃষ্টি কামনা করেন।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উন্নত প্রশিক্ষিত জনবলের / কারিগরের অভাব।

২. দেশে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি প্লাষ্টিক প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ইনইষ্টিটিউটের অনুপস্থিতি।

৩. সুবিধাজনক শর্তে ও স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের অভাব।

৪. পুরান ঢাকায় পণ্য পরিবহন সমস্যা।

৫. দেশে দক্ষ টেকনিশিয়ান ও অপারেটর না থাকা।

৬. যৌক্তিক মূল্যে কাচাঁমালের অভাব।

৭. আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

৮. একটি প্লাষ্টিক শিল্পপার্কের অভাব।

৯. দেশে প্রতি বছর কী পরিমান প্লাষ্টিক পণ্যের চাহিদা রয়েছে এই বিষয়ে কোন গবেষণা না থাকা।

১০. ক্লাষ্টারে মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য এর উপর নির্ভরযোগ্য কোন গবেষণা না হওয়া।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. উক্ত ক্লাষ্টারের মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিরুপন করার জন্য একটি শুমারী (সেন্সাস) পরিচালনা করা যেতে পারে।

২. ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তা / কারিগরগণকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৩. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি বিশেষ ঋণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. প্লাষ্টিক পণ্যের মাণ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে মোল্ড ডিজাইনার তৈরী করা।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

৫. একটি আধুনিক প্লাষ্টিক ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা।

৬. প্লাষ্টিক শিল্পে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন -এর দক্ষ টেকনিশিয়ান তৈরীর জন্য বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এনে স্থানীয় পর্যায়ে টেকনিশিয়ান তৈরী করা।

৭. প্লাষ্টিক পণ্য প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা।

৮. সেন্টাল ওয়্যার হাউস স্থাপন করে তার মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্যে কাচাঁমালের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৯. প্লাষ্টিক শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন উৎসায়িত করার জন্য এই সকল যন্ত্রাংশের আমদানী শুল্ক ও ফিনিশ্ড যন্ত্রপাতির আমদানী শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করা।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

১০. প্লাষ্টিক শিল্পের জন্য একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

একটি আধুনিক প্লাষ্টিক প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করে এই শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যেন স্থানীয় বাজারে এই শিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় শুল্ক কাঠামো পূণঃনির্ধারণ করার উদ্যোগ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। এসএমই ফাউন্ডেশন তার বাজেট প্রস্তাবনার মাধ্যেমে এই বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের নজরে আনতে পারে। একই সাথে যৌক্তিক মূল্যে কাচাঁমাল সরবরাহ করার জন্য চীনের মত সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউস স্থাপন করার জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবী জানাচ্ছে এই শিল্পের ভূক্তভোগী উদ্যোক্তগণ।